ইংরেজি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা-১৩৪২, বাংলাদেশ
ফোন : পিএবিএক্স ৭৭৯১০৪৫-৫১/১৩১৮(১০২)
ই-মেইল : juharvest@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.juenglish.com
www.juniv.edu

Department of English
Jahangirnagar University
Savar, Dhaka-1342, Bangladesh
Phone: PABX 7791045-51/1318(102)
Email: juharvest@yahoo.com
Website: www.juenglish.com
www.juniv.edu

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের বিবৃতি

আমরা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ, চলমান বৈষম্যবিরোধী কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে সৃষ্ট ও সংঘটিত নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি।

আমরা নিন্দা জ্ঞাপন করছি গত ১৫ থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমাদের শিক্ষার্থীদের উপর ঘটে যাওয়া বর্বরোচিত হামলার। উক্ত ঘটনায় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী-শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ইংরেজি বিভাগের ১৭ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। সাংবাদিক হিসেবে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আহত ইংরেজি বিভাগের ১জন শিক্ষার্থী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৩৫টি স্প্লিন্টার নিয়ে; শরীরে এখনো রয়ে-যাওয়া ১০টি স্প্লিন্টারসহ সেই শিক্ষার্থী অদ্যাবধি চিকিৎসাধীন।

আমাদের বিবেচনায় ১৫ জুলাই ২০২৪ তারিখে জাবি ক্যাম্পাসে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মূল বিবেচ্য ছিলো বৈষম্যবিরোধী কোটা সংস্কার বিষয়ে ছাত্রসমাজের উত্থাপিত দাবি যা সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিলো। আমাদের জানামতে সেই মূহুর্তে এই দাবির পেছনে কোনো রাজনৈতিক বা কোন প্রশাসনিক ব্যক্তিকে হয়রানির উদ্দেশ্য ছিলো না। আমরা সংক্ষুব্ধ চিত্তে বলতে চাই এ জাতীয় আন্দোলনে দমন-পীড়ন চালানো শিক্ষার্থীদের মতপ্রকাশ এবং অনুসন্ধিৎসা-কে অনুৎসাহিত করে অথচ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কাজ হল মুক্তভাবে মতামত প্রকাশের ও প্রশ্ন করার চর্চাকে উৎসাহ প্রদান করা এবং বিবাদমূলক বিষয়ের আলোচনার মাধ্যমে সুরাহা করা।

সমানভাবে গুরুতর হল উক্ত ঘটনার কারণে সৃষ্ট শিক্ষার্থীদের মানসিক ট্রমা। নিজেদের কিংবা অন্য শিক্ষার্থীদের উপর চলা অনভিপ্রেত হামলার ঘটনায় আমাদের শিক্ষার্থীরা হতচকিত ও ক্ষুব্ধ। হামলার ঘটনাটি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে জাহাঙ্গীরনগরের মত একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাঁদের একাত্মবোধ (sense of belonging), আহত করেছে শিক্ষার্থী হিসেবে তাঁদের অহমের মনস্তত্ব (feeling of being mattered), এবং আঘাত হেনেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের প্রতি তাঁদের ভরসার বোধে। ফলত এই ঘটনার দীর্ঘস্থায়ী মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব রয়েছে তাঁদের পড়াশুনা এবং শিক্ষক, প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের সাথে তাঁদের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতির উপর। এসকল বিষয়ে তাই শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করার দায় ও দায়িত্ব এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলকেই নিতে হবে।

দেশব্যাপী চলমান বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে এবং আন্দোলনকে ঘিরে সহিংসতায়, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, উদ্বেগজনকসংখ্যক শিক্ষার্থী, গণমাধ্যমকর্মী, আইনশৃঙ্খলারক্ষাকর্মী এবং সাধারণ মানুষ নিহত ও আহত হয়েছেন; বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অনেকে; শিক্ষা কার্যক্রমে সৃষ্টি হয়েছে স্থবিরতা; শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা হয়েছে বিঘ্ন; রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ক্ষতিসাধিত হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রীয় পরিবেশ; ঘটেছে বহুপাক্ষিক হয়রানিমূলক কার্যক্রম। সম্প্রতি আমাদের বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থীর গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে; তবে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মহোদয়ের সহযোগিতায় গ্রেফতারকৃত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের জিম্মায় মুক্ত করতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

ইংরেজি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা-১৩৪২, বাংলাদেশ
ফোন : পিএবিএক্স ৭৭৯১০৪৫-৫১/১৩১৮(১০২)
ই-মেইল : juharvest@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.juenglish.com
www.juniv.edu

Department of English
Jahangirnagar University
Savar, Dhaka-1342, Bangladesh
Phone: PABX 7791045-51/1318(102)
Email: juharvest@yahoo.com
Website: www.juenglish.com
www.juniv.edu

আমরা সকল হত্যাকাণ্ড, সম্পদের ক্ষতি ও সহিংসতার ঘটনায় সংক্ষুব্ধ এবং আমরা এ ধরনের সকল কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

এমতাবস্থায়, আমরা দাবি করি সরকার দ্রুততম সময়ে সকল হত্যাকাণ্ড ও সহিংসতার গ্রহণযোগ্য বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। আমরা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত নিপীড়ন, অযৌক্তিক ধরপাকড়, এবং উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ ব্যতীত মামলা বন্ধ করার ব্যাপারে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আমরা নাগরিক নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা নিশ্চয়তা প্রদানকারী বাহিনীকে অনুরোধ জানাই সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত এবং বর্তমানে আটককৃত শিক্ষার্থীদের সাথে সহনশীল আচরণ করার জন্য।

পাশাপাশি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন-এর কাছে আমরা নিম্নলিখিত দাবি জানাচ্ছি:

১) আমাদের শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে সকল হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করা এবং নতুন করে হয়রানিমূলক মামলা না করা

২) শিক্ষার্থীদের সাথে মত ও ভাব বিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা যা তাঁদের মানসিক ট্রমা নিরসনে সহায়ক হবে

৩) ১৫ জুলাই রাতে (সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত ২ (রেজি/স্মা.প্রশা./৪০৬ (১২০)) এবং পরবর্তীতে ১৬-১৭ জুলাইয়ে ক্যাম্পাসে আহত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুচিকিৎসা নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ নেয়াসহ সংশ্লিষ্ট চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা

৪) দ্রুত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সুবিধাসমূহ পুনর্বহালপূর্বক শিক্ষাপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা।

আমরা শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের বৈষম্যবিরোধী দর্শনের সাথে আত্মিকভাবে সহমত পোষণ করি এবং আশা করি প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দায়িত্বশীল সহযোগী সংস্থাসমূহ গঠনমূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে দ্রুততম সময়ে ফলপ্রসূ সমাধানের উদ্যোগ নেবেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের পক্ষে

ড. মোহাম্মদ রায়হান শরীফ
সভাপতি
ইংরেজি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

৩১ জুলাই ২০২৪